94

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সরকারী হাই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা

রাজধানীর সরকারী হাই স্কুলগুলো থেকে প্রাথমিক স্তর তুলে দেয়া হবে। তবে, রাজধানীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য শতকরা ১০ ভাগ কোটা রাখা হবে। প্রাথমিক স্তর তুলে দেয়ার কাজটি হবে পর্যায়ক্রমে এবং আগামী বছর তিনটি স্কুলে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পদক্ষেপ নিয়েছে রাজধানীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ হিসেবে ঐ সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে যে, ঢাকার ২৪টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তর থাকায় খুবই জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন, প্রাথমিক শ্রেণীগুলোর ক্লাস নিতে জায়গার সংকুলাম হয় না এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রাথমিক পর্যায়ের ক্লাস নিতে হয়। এসব কারণ দেখিয়ে শিক্ষা অধিদফতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরিয়ে নেয়ার যে সুপারিশ করে, তার প্রেক্ষিতেই মন্ত্রণালয় উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে এ-ও বলা হয়েছে যে, একদিকে ঢাকার সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে আগ্রহী নন; অন্যদিকে, কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজী মিডিয়ামের কারিকুলাম অনুযায়ী পড়াশোনা করে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক শ্রেণীতে এসে মারাত্মক সমস্যায় পড়ে। এসব সমস্যা দূর করার জন্যই রাখা হয়েছে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ১০ ভাগ কোটা—যাতে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারছে।

রাজধানীর মাধ্যমিক স্কুলগুলো থেকে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর বাদ দিয়ে দেয়ার পেছনে শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেসব কারণ দেখিয়েছে, তা প্রকাশিত খবর থেকে যতটুকু জানা গেল, তাতে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট যৌক্তিক ও সুচিন্তিত—এটা মনে করা যায় না। কেননা, যেসব সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে প্রাথমিক স্তর রয়েছে, সেসবে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয়ার জায়গা নেই এবং প্রাথমিক স্তরে পড়ানোর জন্য শিক্ষক নেই—এটা অবিশ্বাস্য। তারপরও যদি কোথাও সমস্যা থেকেই থাকে, সেই সমস্যা দূর করার চেষ্টা গ্রহণই হতো অধিকতর যৌক্তিক। প্রসঙ্গক্রমে এ প্রশ্নও জাগে, ২৪টি সরকারী মাধ্যমিক স্কুল থেকে যে প্রাথমিক স্তর তুলে দেয়া হচ্ছে, সেই প্রাথমিক স্তর কোথায় স্থাপন করা হবে কিংবা আদৌ স্থাপন করা হবে কি-না, তাও এ খবরে প্রকাশিত তথ্যাদিতে নেই। দ্বিতীয়তঃ এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই ঢাকায় কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ভর্তি না হয়ে সব ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ভিড় জমাবে বলে কি করে মনে করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়? কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজী মিডিয়ামে পড়ে এসে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি মারাত্মক সমস্যাতেই পড়ে, তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সমস্যার উৎস কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলগুলো চলছে কি করে? এগুলো বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়?

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা অধিদফতরের উল্লেখিত সুপারিশের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসব বিষয় খতিয়ে দেখেছে কি-না, আমরা জানি না। তবে এটা বলা যায়, এই উদ্যোগ সমস্যা হ্রাস করার পরিবর্তে সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোর সাথে সংযুক্ত মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে অভিভাবকরা অপেক্ষাকৃত উৎসাহী থাকা সত্ত্বেও তারা ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রাথমিক স্তর থাকায় যে সমস্যা সৃষ্টি হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা। এই সমস্যা দূর করতে না পারার মত নয়। দ্বিতীয়তঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অভিভাবকরা যে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে আগ্রহী নয়, তার আসল কারণ এসব স্কুলে আশানুরূপ লেখাপড়া না হওয়া। এই সমস্যা নিরসনও তেমন কঠিন হওয়ার কথা নয়। সরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলো থেকে প্রাথমিক স্তর উঠিয়ে দিলেই সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাবে—এটা মনে করা ভালো, কিন্তু এর পেছনে কোন শক্ত যুক্তি নেই। আমরা মনে করি, শিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে উদ্যোগটি গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠেছে, তাহলো সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে যাতে ভালো পড়াশুনা হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ভালো হলে কায়দা-কৌশল করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাতে হবে না, এমনিতেই অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে হাজির হবেন। আসলে ভাল লেখাপড়া হয় বলেই অভিভাবকরা ছেলেমেয়ে নিয়ে ভালো স্কুলগুলোতে ভিড় জমান। শিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

OF — SHEETS